সপ্তম অধ্যায়

তৃণাবর্তাসুর বধ

এই অধ্যায়ে শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তাসুর বধ এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখগহ্বরে বিশ্বরূপ প্রদর্শন লীলা বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যখন দেখলেন যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শ্রবণের জন্য আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করছেন, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন মাত্র তিন মাস এবং তিনি হামাগুড়ি দিতে শুরু করার আগে উঠে বসার চেষ্টা করছেন, তখন মা যশোদা শিশুর মঙ্গলের জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চেয়েছিলেন। সাধারণত এই প্রকার অনুষ্ঠান শিশু-সন্তানদের জননীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মা যশোদা যখন দেখলেন যে, কৃষ্ণ ঘুমিয়ে পড়ছেন, তখন অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে তিনি শিশুটিকে একটি শকটের নীচে রেখে অনুষ্ঠানের অন্য কাজে ব্যস্ত হয়েছিলেন। সেই শকটের নীচে একটি দোলা ছিল, এবং মা যশোদা নিদ্রিত শিশুটিকে দোলায় শয়ন করিয়েছিলেন। শিশুটি ঘুমাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ সে জেগে উঠে তার পা দুটি ঊর্ধ্বে সঞ্চালন করতে থাকেন। তাঁর পায়ের আঘাতে সেই শকটটি প্রচণ্ড শব্দ করে ভেঙ্গে পড়ে এবং তাতে যে সমস্ত বস্তু ছিল, সেগুলি সব ভেঙ্গেচুরে ছড়িয়ে পড়ে। যে সমস্ত শিশুরা নিকটে খেলা করছিল, তারা মা যশোদাকে সংবাদ দেয় যে, শকটটি ভেঙ্গে গেছে, তখন মা যশোদা অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে সেখানে ছুটে আসেন। মা যশোদা তখন তাঁর সন্তানটিকে কোলে নিয়ে স্তন্যপান করাতে থাকেন। তারপর ব্রাহ্মণদের সহায়তায় নানা প্রকার বৈদিক শান্তি স্বস্ত্যয়ন অনুষ্ঠান করা হয়। শিশুটির প্রকৃত পরিচয় না জেনে ব্রাহ্মণেরা তাঁর প্রতি তাঁদের আশীর্বাদ বর্ষণ করেন।

আর একদিন মা যশোদা যখন তাঁর শিশু-সন্তানটিকে কোলে নিয়ে বসে ছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল যেন শিশুটি সারা ব্রহ্মাণ্ডের ভার ধারণ করেছেন। মা যশোদা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে শিশুটিকে ভূতলে স্থাপন করেন, এবং তখন কংসের ভৃত্য তৃণাবর্ত এক ঘূর্ণিঝড়রূপে সেখানে এসে শিশুটিকে হরণ করে নিয়ে

যায়। সমস্ত গোকুল তখন ধুলায় আচ্ছন্ন হয়। তৃণাবর্ত শিশুটিকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ায়, তাঁর অদর্শনে গোপীরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন করতে থাকেন। এদিকে তৃণাবর্ত অসুর শিশুটিকে নিয়ে আকাশে উঠে হঠাৎ শিশুটির ভারে ভারাক্রান্ত হওয়ার দরুন আর তাঁকে বহন করতে অসমর্থ হয়ে তাঁকে ত্যাগ করতে চাইলেও তা পেরে ওঠে না, কারণ শিশুটি তাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন যে, সে শিশুটিকে তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। তৃণাবর্ত তখন অনেক উঁচু থেকে ভূতলে পতিত হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। শিশুটি তখনও তার গলদেশে সংলগ্ন ছিলেন। এইভাবে অসুরটি ভূপতিত হলে, গোপীরা সেই শিশুটিকে দৈত্যের বক্ষঃস্থল থেকে তুলে নিয়ে মা যশোদার কোলে সমর্পণ করেন। মা যশোদা তখন বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে কেউই বুঝতে পারেননি শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল। পক্ষান্তরে, সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার ফলে, সকলেই সেই শিশুটির সৌভাগ্যের প্রশংসা করতে শুরু করেছিলেন। নন্দ মহারাজ অবশ্য বসুদেবের অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করে, একজন মহাযোগী বলে তাঁর প্রশংসা করতে শুরু করেছিলেন। পরে, শিশুটি যখন মা যশোদার কোলে ছিলেন, তখন শিশুটি হাই তুলেছিলেন এবং মা যশোদা তখন তাঁর মুখগহ্বরে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীরাজোবাচ

যেন যেনাবতারেণ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
করোতি কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি চ নঃ প্রভো ॥ ১ ॥
যচ্ছৃণ্বতোঽপৈত্যরতির্বিতৃষ্ণা
সত্ত্বং চ শুদ্ধ্যত্যচিরেণ পুংসঃ ।
ভক্তির্হরৌ তৎপুরুষে চ সখ্যং
তদেব হারং বদ মন্যসে চেৎ ॥ ২ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা (শুকদেব গোস্বামীর কাছে) জিজ্ঞাসা করলেন; **যেন যেন অবতারেণ**—বিভিন্ন অবতারে প্রদর্শিত লীলা; **ভগবান্**—ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **করোতি**—প্রদর্শন করেন; **কর্ণ-রম্যাণি**—কর্ণ সুখাবহ; **মনঃ-জ্ঞানী**—মনের অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **চ**—ও; **নঃ**—আমাদের; **প্রভো**—হে প্রভো, শুকদেব

গোস্বামী; **যৎ-শৃণ্বতঃ**—এই সমস্ত বর্ণনা যিনি কেবল শ্রবণ করেন; **অপৈতি**—দূর হয়; **অরতিঃ**—অনাকর্ষণ; **বিতৃষ্ণা**—মনের কলুষ যা কৃষ্ণভক্তির প্রতি অরুচি উৎপাদন করে; **সত্ত্বম্ চ**—চিত্ত; **শুদ্ধ্যতি**—শুদ্ধ হয়; **অচিরেণ**—অতি শীঘ্র; **পুংসঃ**—যে কোন ব্যক্তির; **ভক্তিঃ হরৌ**—ভগবানের প্রতি ভক্তি; **তৎ-পুরুষে**—বৈষ্ণবদের সঙ্গে; **চ**—ও; **সখ্যম্**—সঙ্গলাভের আকর্ষণ; **তৎ এব**—তাই কেবল; **হারম্**—ভগবানের কার্যকলাপ যা শ্রবণ করা উচিত এবং কণ্ঠহাররূপে ধারণ করা উচিত; **বদ**—দয়া করে বলুন; **মন্যসে**—যদি আপনি উপযুক্ত মনে করেন; **চেৎ**—যদি।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে প্রভো, হে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী! ভগবান তাঁর বিভিন্ন অবতারে যে সমস্ত লীলা প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই কর্ণেন্দ্রিয় এবং মনের তৃপ্তিজনক। এই সমস্ত লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণ করার ফলেই কেবল মনের সমস্ত কলুষ তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়। সাধারণত ভগবানের লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণে আমাদের রুচি নেই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এতই আকর্ষণীয় যে, আপনা থেকেই মন এবং কর্ণের আনন্দ বিধান করে। তার ফলে সংসার-বন্ধনের মূল কারণস্বরূপ জড় বিষয়ের সম্বন্ধে শ্রবণে সমস্ত আগ্রহ তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়, এবং ক্রমশ ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয়, ভগবানের প্রতি আসক্তির উদয় হয় এবং ভক্তের প্রতি মৈত্রী হয়। আপনি যদি উপযুক্ত মনে করেন, তা হলে দয়া করে ভগবানের সেই সমস্ত লীলা কীর্তন করুন।

তাৎপর্য

প্রেমবিবর্তে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

আমাদের এই জড় জগৎ হচ্ছে *মায়া*, যার মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রকার জড় সুখ কামনা করি এবং তার ফলে আমাদের বিভিন্ন দেহে দেহান্তরিত হতে হয় (*ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া*)। *অসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ*—যতক্ষণ আমাদের এই অনিত্য জড় দেহটি থাকে, তা আমাদের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক বিভিন্ন প্রকার দুঃখ প্রদান করে। এটিই হচ্ছে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ, কিন্তু দুঃখের এই মূল কারণটি আমাদের কৃষ্ণভক্তির পুনর্জাগরণের ফলে

সমূলে উৎপাটিত করা যায়। ব্যাসদেব প্রমুখ মহর্ষিরা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র প্রদান করেছেন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের কৃষ্ণভক্তি বিকশিত করা। এই কৃষ্ণভক্তি শুরু হয় শ্রবণ-কীর্তনের বাসনা জাগরণের ফলে। *শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৭)। *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণের সুযোগ প্রদান করা। শ্রীকৃষ্ণের বহু অবতার রয়েছে, এবং সমস্ত অবতারই অদ্ভুত যার ফলে সেগুলি আমাদের ঔৎসুক্য জাগরিত করে, কিন্তু মৎস্য, কূর্ম, বরাহ আদি অবতারেরা শ্রীকৃষ্ণের মতো আকর্ষণীয় নন। কিন্তু কৃষ্ণকথা শ্রবণে আমাদের আসক্তি না থাকার ফলে, তা আমাদের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হয়।

কিন্তু পরীক্ষিৎ মহারাজ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, শিশু-কৃষ্ণের অদ্ভুত সমস্ত লীলা, যা মা যশোদা এবং অন্যান্য ব্রজবাসীদের বিস্মিত করেছিল, তা বিশেষ আকর্ষণীয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শৈশব-লীলার শুরুতেই পূতনা, তৃণাবর্ত এবং শকটাসুরকে বধ করেছিলেন এবং তাঁর মুখগহ্বরে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করেছিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের একের পর এক লীলা মা যশোদা এবং অন্যান্য ব্রজবাসীদের মহাবিস্ময়ে অভিভূত করেছিলেন। কৃষ্ণভক্তির পুনর্জাগরণের পন্থা হচ্ছে *আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ* (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/৪/১৫)। শ্রীকৃষ্ণের লীলা যথাযথভাবে ভক্তদের কাছ থেকে শ্রবণ করা যায়। বৈষ্ণবদের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করার দ্বারা যদি একটু কৃষ্ণভক্তিও বিকশিত হয়, তা হলে তিনি ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদের প্রতি আসক্ত হন। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শ্রবণ করতে বলেছেন, যা মৎস্য, কূর্ম, বরাহ আদি অন্যান্য অবতারদের লীলা থেকে অধিক আকর্ষণীয়। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে অধিকতর লীলা-বিলাসের কথা শুনতে চেয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ অনুরোধ করেছেন যে, তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা করতে থাকেন, যা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর এবং ঔৎসুক্য বর্ধনকারী।

শ্লোক ৩

অথান্যদপি কৃষ্ণস্য তোকাচরিতমদ্ভুতম্ ।
মানুষং লোকমাসাদ্য তজ্জাতিমনুরুন্ধতঃ ॥ ৩ ॥

অথ—ও; **অন্যৎ অপি**—অন্যান্য লীলাও; **কৃষ্ণস্য**—বালকৃষ্ণের; **তোক-আচরিতম্ অদ্ভুতম্**—সেগুলিও অদ্ভুত বাল্যলীলা; **মানুষম্**—নরশিশু সদৃশ; **লোকম্ আসাদ্য**—

এই পৃথিবীতে মানব-সমাজে অবতরণ করে; **তৎ-জাতিম্**—ঠিক একটি মানব-শিশুর মতো; **অনুরুন্ধতঃ**—অনুকরণকারী।

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে অবতরণপূর্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরশিশুর অনুকরণ করে পূতনা-বধ আদি যে সমস্ত অদ্ভুত লীলা-বিলাস করেছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত লীলা দয়া করে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন নরশিশুর মতো আচরণকারী শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা করেন। ভগবান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকে এবং ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করেন এবং সেই স্থানের প্রকৃতি অনুসারে তাঁর অনন্ত শক্তি প্রদর্শন করেন। মায়ের কোলের শিশু যে ভয়ঙ্কর পূতনা রাক্ষসীকে বধ করতে পারে, তা এই মর্ত্যলোকবাসীদের কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত কার্য, কিন্তু অন্যান্য গ্রহলোকের অধিবাসীরা আরও উন্নত, এবং তাই সেখানে ভগবান যে সমস্ত লীলা-বিলাস করেন, তা আরও আশ্চর্যজনক। এই লোকে নররূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব আমাদের স্বর্গলোকের দেবতাদের থেকেও অধিক ভাগ্যশালী করে তোলে, এবং তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর বিষয়ে শোনার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন।

শ্লোক ৪

শ্রীশুক উবাচ
কদাচিদৌত্থানিককৌতুকাপ্লবে
জন্মর্ক্ষযোগে সমবেতযোষিতাম্ ।
বাদিত্রগীতদ্বিজমন্ত্রবাচকৈ-
শ্চকার সূনোরভিষেচনং সতী ॥ ৪ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—(মহারাজ পরীক্ষিতের অনুরোধে) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন; **কদাচিৎ**—তখন (শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন তিন মাস); **ঔত্থানিক-কৌতুক-আপ্লবে**—শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন তিন-চার মাস ছিল এবং তাঁর শরীর ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছিল, তখন তিনি পাশ ফেরার চেষ্টা করতেন, এবং সেই উপলক্ষ্যে তাঁর অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল; **জন্ম-ঋক্ষ-যোগে**—তখন চন্দ্র এবং রোহিণী নক্ষত্রের

যোগ হয়েছিল; **সমবেত-যোষিতাম্**—সমবেত পুরস্ত্রীদের নিয়ে (সেই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল); **বাদিত্র-গীত**—বিভিন্ন প্রকার বাদ্য এবং সঙ্গীত; **দ্বিজ-মন্ত্র-বাচকৈঃ**—যোগ্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্র সহকারে; **চকার**—সম্পাদন করেছিলেন; **সূনোঃ**—তাঁর পুত্রের; **অভিষেচনম্**—অভিষেক; **সতী**—মা যশোদা।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—শিশুর তির্যকভাবে শয়ন করার চেষ্টাকে উত্থান বলা হয়। সেই সময় শিশু প্রথম গৃহ থেকে নির্গত হয়। এই উপলক্ষ্যে শিশুকে অভিষেক সহকারে এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের তিন মাস পূর্ণ হলে, মা যশোদা প্রতিবেশী রমণীদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন। সেই দিন চন্দ্র এবং রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হয়েছিল। ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেছিলেন এবং গায়কেরা বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পিতা-মাতার পক্ষে সন্তানের বোঝাস্বরূপ হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। এই প্রকার সমাজ এতই সুন্দরভাবে ব্যবস্থিত, এবং এই সমাজের মানুষেরা আধ্যাত্মিক চেতনায় এতই উন্নত যে, শিশুর জন্মকে কখনই বোঝা বা উৎপাত বলে মনে করা হয় না। শিশু যত বড় হতে থাকে তাঁর পিতা-মাতারা ততই আনন্দিত হন, এবং শিশু যখন পাশ ফেরার চেষ্টা করে সেটিও পিতা-মাতার কাছে এক মহা আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সন্তানের জন্মের পূর্বেই, মাতা যখন গর্ভবতী হন, তখনই অনেক বৈদিক অনুষ্ঠান সম্পাদন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, গর্ভের তিন মাস এবং সাত মাসের সময় মাতা প্রতিবেশীদের শিশুদের সঙ্গে ভোজন করে এক অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় *স্বাদ-ভক্ষণ*। তেমনই, শিশুর জন্মের পূর্বে *গর্ভাধান* সংস্কার হয়। বৈদিক সভ্যতায় সন্তানের জন্ম অথবা গর্ভধারণ কখনই একটি বোঝা বলে মনে করা হয় না; পক্ষান্তরে তা এক মহা আনন্দের কারণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষেরা গর্ভধারণ অথবা শিশুর জন্ম পছন্দ করে না। অনেক শিশুদের হত্যা করা হয়। কলিযুগের আগমনের ফলে মানব-সমাজ যে কত অধঃপতিত হয়েছে, তা আমরা বিবেচনা করতে পারি। আধুনিক যুগের মানুষেরা যদিও নিজেদের সভ্য বলে দাবি করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মানব-সভ্যতা নয়। তা কেবল দ্বিপদবিশিষ্ট পশুদের সমাবেশ।

শ্লোক ৫

নন্দস্য পত্নী কৃতমজ্জনাদিকং
বিপ্রৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নং সুপূজিতৈঃ ।
অন্নাদ্যবাসঃস্রগভীষ্টধেনুভিঃ
সঞ্জাতনিদ্রাক্ষমশীশয়চ্ছনৈঃ ॥ ৫ ॥

নন্দস্য—নন্দ মহারাজের; **পত্নী**—পত্নী (মা যশোদা); **কৃত-মজ্জন-আদিকম্**—তিনি এবং গৃহের অন্যান্য সদস্যরা স্নান করে শিশুটিকেও স্নান করিয়েছিলেন; **বিপ্রৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **কৃত-স্বস্ত্যয়নম্**—তাঁদের দিয়ে শুভ বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়ে; **সু-পূজিতৈঃ**—যথাযথভাবে শ্রদ্ধা সহকারে যাঁদের স্বাগত জানানো হয়েছিল এবং পূজা করা হয়েছিল; **অন্ন-আদ্য**—তাঁদের পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য প্রদান করে; **বাসঃ**—বসন; **স্রক্-অভীষ্ট-ধেনুভিঃ**—ফুলের মালা এবং অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় গাভী দান করে; **সঞ্জাত-নিদ্রা**—নিদ্রাবিষ্ট করে; **অক্ষম্**—যাঁর চক্ষু; **অশীশয়ৎ**—শিশুটিকে শয়ন করিয়েছিলেন; **শনৈঃ**—কিছুকালের জন্য।

অনুবাদ

শিশুটির অভিষেক উৎসব সম্পাদন হলে মা যশোদা ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট খাদ্যশস্য এবং আহার্য প্রদানপূর্বক বস্ত্র, ধেনু এবং মালা দান করে শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করেছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সেই শুভ অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেছিলেন, এবং তাঁদের মন্ত্র পাঠ শেষ হলে মা যশোদা যখন দেখলেন যে, শিশুটির ঘুম পেয়েছে, তখন তিনি তাঁকে ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করিয়েছিলেন, যাতে সে সুখে নিদ্রা যেতে পারে।

তাৎপর্য

স্নেহময়ী মাতা অতি যত্ন সহকারে তাঁর শিশুর পরিচর্যা করেন এবং ক্ষণিকের জন্যও যাতে তার কোন অসুবিধা না হয়, সেই জন্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকেন। শিশু যতক্ষণ মায়ের সঙ্গে থাকতে চায়, মা তার সঙ্গে থাকেন এবং তার ফলে সে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। মা যশোদা দেখেছিলেন যে, শিশুটির ঘুম পেয়েছে এবং তাঁকে ঘুম পাড়াবার জন্য তিনিও তাঁর সঙ্গে বিছানায় শুয়ে ছিলেন এবং শিশুটি শান্তিতে নিদ্রা গেলে, তিনি গৃহস্থালির অন্যান্য কাজ করার জন্য সেখান থেকে উঠে পড়েছিলেন।

শ্লোক ৬

ঔত্থানিকৌৎসুক্যমনা মনস্বিনী
সমাগতান্ পূজয়তী ব্রজৌকসঃ ।
নৈবাশৃণোদ্ বৈ রুদিতং সুতস্য সা
রুদন্ স্তনার্থী চরণাবুদক্ষিপৎ ॥ ৬ ॥

ঔত্থানিক-ঔৎসুক্য-মনাঃ—কৃষ্ণের ঔত্থানিক উৎসব উদ্‌যাপনে মা যশোদা অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন; **মনস্বিনী**—প্রয়োজন অনুসারে অন্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং গাভী দানে অত্যন্ত উদার; **সমাগতান্**—সমবেত অতিথিদের; **পূজয়তী**—তাঁদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য; **ব্রজ-ওকসঃ**—ব্রজবাসীদের; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অশৃণোৎ**—শুনেছিলেন; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **রুদিতম্**—ক্রন্দন; **সুতস্য**—তাঁর পুত্রের; **সা**—মা যশোদা; **রুদন্**—ক্রন্দন করে; **স্তন-অর্থী**—মায়ের স্তনদুগ্ধ পানাকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণ; **চরণৌ উদক্ষিপৎ**—ক্রোধে তাঁর দুই পা ইতস্তত নিক্ষেপ করেছিলেন।

অনুবাদ

উদার হৃদয়া মা যশোদা উত্থান উৎসব অনুষ্ঠানে মগ্ন হয়ে অতিথিদের বস্ত্র, গাভী, মালা, শস্য ইত্যাদি দান করে তাঁদের সম্মানকার্যে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের ক্রন্দনের শব্দ শুনতে পাননি। তখন শিশু-কৃষ্ণ তাঁর মায়ের স্তন পান করার জন্য ক্রন্দন করতে করতে তাঁর চরণযুগল ক্রোধে ঊর্ধ্বদিকে নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণকে একটি শকটের নীচে রাখা হয়েছিল, কিন্তু সেই শকটটি প্রকৃতপক্ষে ছিল শকটাসুরের একটি রূপ, যে কৃষ্ণকে বধ করার জন্য সেখানে এসেছিল। কৃষ্ণ তাঁর মায়ের স্তন্যপান করার অছিলায় এই অসুরটিকে বধ করার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শকটাসুরের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করার জন্য তাকে পদাঘাত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মাতা যদিও অতিথিদের স্বাগত জানাতে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শকটাসুরকে বধ করে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন এবং তাই তিনি শকটরূপী সেই অসুরটিকে পদাঘাত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা এমনই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন, এবং তা করতে গিয়ে তিনি এমন এক দারুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন, যা সাধারণ

মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। এই সমস্ত বর্ণনা অপূর্ব আনন্দময়, এবং যাঁরা ভাগ্যবান, তাঁরা ভগবানের এই অসাধারণ কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করে বিস্ময়ে অভিভূত হন। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা এই সমস্ত বর্ণনাকে রূপকথা বলে মনে করে, কারণ তাদের স্থূল মস্তিষ্ক বুঝতে পারে না যে, এগুলি হচ্ছে বাস্তব সত্য। এই সমস্ত বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে এতই আনন্দময় এবং জ্ঞানময় যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শুকদেব গোস্বামী তা আস্বাদন করেছিলেন, এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্যান্য মুক্ত পুরুষেরা ভগবানের অতি অদ্ভুত কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রবণ করে পূর্ণ আনন্দে মগ্ন হন।

শ্লোক ৭

অধঃশয়ানস্য শিশোরনোঽল্পক-
প্রবালমৃদ্ব্ঙ্ঘ্রিহতং ব্যবর্তত ।
বিধ্বস্তনানারসকুপ্যভাজনং
ব্যত্যস্তচক্রাক্ষবিভিন্নকূবরম্ ॥ ৭ ॥

অধঃ-শয়ানস্য—শকটের নিম্নদেশে শায়িত; **শিশোঃ**—শিশুর; **অনঃ**—শকট; **অল্পক**—ক্ষুদ্র; **প্রবাল**—পল্লব সদৃশ; **মৃদু-অঙ্ঘ্রি-হতম্**—তাঁর সুন্দর কোমল চরণের আঘাতে; **ব্যবর্তত**—উল্টে পড়ে গিয়েছিল; **বিধ্বস্ত**—বিক্ষিপ্ত; **নানা-রস-কুপ্য-ভাজনম্**—বিভিন্ন ধাতুনির্মিত বাসনপত্র; **ব্যত্যস্ত**—বিক্ষিপ্ত; **চক্র-অক্ষ**—দুটি চাকা এবং অক্ষ; **বিভিন্ন**—ভেঙে গেল; **কূবরম্**—শকটের জোয়াল।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ একটি শকটের নীচে শায়িত ছিলেন, এবং তাঁর পা দুটি যদিও ছিল পল্লবের মতো কোমল, তবুও তাঁর পায়ের আঘাতে শকটটি প্রচণ্ড শব্দে উল্টে গিয়ে ভেঙ্গে গেল। তার চাকা দুটি অক্ষ থেকে বিপর্যস্ত হল, জোয়াল ভগ্ন হল এবং বিভিন্ন ধাতু নির্মিত সমস্ত বাসনপত্র শকট থেকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় লিখেছেন—শিশু কৃষ্ণের হাত এবং পা নববিকশিত পল্লবের মতো কোমল ছিল, তবুও কেবল তাঁর পায়ের স্পর্শে

শকটটি বিধ্বস্ত হয়েছিল। তাঁর পক্ষে এইভাবে কার্য করা সম্ভব এবং তা করতে তাঁর কোন পরিশ্রম হয় না। ভগবান তাঁর বামন অবতারে তাঁর চরণ এতদূর বর্ধিত করেছিলেন যে, তা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করেছিল, এবং বিশাল দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বধ করার জন্য তাঁকে বিশেষ নরসিংহরূপ ধারণ করতে হয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণ অবতারে তিনি এইভাবে শ্রম প্রদর্শন করেননি। তাই *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*—শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। অন্যান্য অবতারে ভগবানকে স্থান এবং কাল অনুসারে কিছু শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর এই কৃষ্ণরূপে তিনি অসীম শক্তি প্রদর্শন করেছেন। এইভাবে শকটের গ্রন্থিগুলি ভেঙে গিয়েছিল, শকটটি বিধ্বস্ত হয়েছিল, এবং শকটের মধ্যস্থ সমস্ত ধাতুপাত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

*বৈষ্ণবতোষণী*তে মন্তব্য করা হয়েছে যে, যদিও শকটটি শিশুটির থেকে উঁচু ছিল, তবুও শিশুটি তাঁর পায়ের দ্বারা শকটের চাকা অনায়াসে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, এবং সেই অসুরটিকে ভূমিতে নিপতিত করার জন্য তাই যথেষ্ট ছিল। ভগবান একই সঙ্গে অসুরটিকে মাটিতে ফেলেছিলেন এবং শকটটি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।

শ্লোক ৮

দৃষ্ট্বা যশোদাপ্রমুখা ব্রজস্ত্রিয়
ঔত্থানিকে কর্মণি যাঃ সমাগতাঃ ।
নন্দাদয়শ্চাদ্ভুতদর্শনাকুলাঃ
কথং স্বয়ং বৈ শকটং বিপর্যগাৎ ॥ ৮ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **যশোদা-প্রমুখাঃ**—মা যশোদা প্রভৃতি; **ব্রজ-স্ত্রিয়ঃ**—সমস্ত ব্রজরমণীগণ; **ঔত্থানিকে কর্মণি**—উত্থান উৎসবে; **যাঃ**—যাঁরা; **সমাগতাঃ**—সেখানে সমবেত হয়েছিলেন; **নন্দ-আদয়ঃ চ**—এবং নন্দ মহারাজ প্রমুখ সমস্ত পুরুষেরা; **অদ্ভুত-দর্শন**—(বাসনপত্রে পূর্ণ গাড়িটি শিশুটির উপর ভেঙ্গে পড়লেও শিশুটি সম্পূর্ণরূপে অক্ষত রয়েছে) সেই অদ্ভুত কর্ম দর্শন করে; **আকুলাঃ**—কিভাবে সম্ভব হয়েছে তা ভেবে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে; **কথম্**—কিভাবে; **স্বয়ম্**—আপনা থেকেই; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **শকটম্**—শকট; **বিপর্যগাৎ**—বিপর্যস্ত হয়েছে।

অনুবাদ

মা যশোদা এবং ঔত্থানিক উৎসবে সমাগত ব্রজনারীরা, এবং নন্দ মহারাজ প্রমুখ ব্রজবাসীরা যখন সেই অদ্ভুত কর্ম দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন—সেই শকটটি কিভাবে আপনা থেকেই ভেঙ্গে গেল। তাঁরা ইতস্তত তার কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেও তা খুঁজে পেলেন না।

শ্লোক ৯

ঊচুরব্যবসিতমতীন্ গোপান্ গোপীশ্চ বালকাঃ ।
রুদতানেন পাদেন ক্ষিপ্তমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥

ঊচুঃ—বলেছিলেন; **অব্যবসিত-মতীন্**—বর্তমান পরিস্থিতিতে যাঁরা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছিলেন; **গোপান্**—গোপদের; **গোপীঃ চ**—এবং গোপীদের; **বালকাঃ**—বালকেরা; **রুদতা অনেন**—শিশুটি রোদন করতে শুরু করা মাত্রই; **পাদেন**—এক পায়ের দ্বারা; **ক্ষিপ্তম্ এতৎ**—এই শকটটি ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করেছে এবং তা তৎক্ষণাৎ পড়ে গিয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে; **ন সংশয়ঃ**—সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

অনুবাদ

কিভাবে তা ঘটেছে সেই সম্বন্ধে সমবেত গোপ এবং গোপীরা চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এটি কি কোন দৈত্য বা দুষ্ট গ্রহের কর্ম?" তখন সেখানে উপস্থিত শিশুরা বলেছিল যে, শিশু-কৃষ্ণই ক্রন্দন করতে শুরু করে শকটের চাকায় পদাঘাত করেছিল এবং তার ফলে শকটটি ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

আমরা শুনেছি যে, প্রেতাত্মা মানুষকে ভর করে। প্রেতাত্মার স্থূল জড় দেহ না থাকার ফলে, তারা স্থূল জড় দেহের আশ্রয়ের অন্বেষণ করে এবং তা ভর করে। শকটাসুর ছিল একটি প্রেতাত্মা যে শকটটিকে আশ্রয় করেছিল এবং কৃষ্ণের অনিষ্ট করার সুযোগের অপেক্ষা করছিল। কৃষ্ণ যখন তাঁর ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত কোমল পদের আঘাতে শকটটিকে বিধ্বস্ত করেন, তখন সেই প্রেতাত্মাটি ভূপতিত হয়েছিল এবং তার আশ্রয় ভগ্ন হয়েছিল, যে কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণের পক্ষে

তা সম্ভব, কারণ তিনি পূর্ণ শক্তিমান। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩২) প্রতিপন্ন হয়েছে—

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

কৃষ্ণের দেহ *সচ্চিদানন্দময়* বা *আনন্দচিন্ময় রসবিগ্রহ*। অর্থাৎ তাঁর আনন্দ চিন্ময় দেহের যে কোন অঙ্গ অন্য যে কোন অঙ্গের কার্য সম্পাদন করতে পারে। ভগবানের এমনই অচিন্ত্য শক্তি। ভগবানকে এই শক্তি সংগ্রহ করতে হয় না। তাঁর এই শক্তি আপনা থেকেই রয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্র পদের আঘাতে তাঁর সমস্ত উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল। শকটটি যখন ভগ্ন হয়, তখন একটি সাধারণ শিশু নানাভাবে আহত হতে পারত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান, তাই তিনি শকটটি বিধ্বস্ত করার আনন্দ উপভোগ করেছিলেন অথচ তাঁর গায়ে কোন আঘাত লাগেনি। সব কিছুই সম্পাদিত হয়েছিল তাঁর *আনন্দচিন্ময়রসের* দ্বারা। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ উপভোগ করেন।

নিকটস্থ শিশুরা দেখেছিল যে, কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে শকটের চক্রে পদাঘাত করেছিলেন এবং তার ফলে সেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। যোগমায়ার আয়োজনে সমস্ত গোপী এবং গোপেরা মনে করেছিলেন যে, কোন দুষ্ট গ্রহের প্রভাবে অথবা প্রেতাত্মার প্রভাবে সেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই ঘটেছিল শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা এবং তিনি তাঁর আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের আনন্দ উপভোগ করেন, তারাও *আনন্দচিন্ময়রসের* স্তরে রয়েছেন। তাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত। কেউ যখন কৃষ্ণকথা শ্রবণের অভ্যাস করেন, তখন তিনি নিশ্চিতভাবে এই জড়-জাগতিক স্তর অতিক্রম করেন, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*)। চিন্ময় স্তরে উন্নীত না হলে, শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলা-বিলাসের আনন্দ উপভোগ করা যায় না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় লীলা শ্রবণে যুক্ত, তাঁরা জড়-জাগতিক স্তরে থাকেন না। তাঁরা চিন্ময় স্তরে অবস্থিত।

শ্লোক ১০

ন তে শ্রদ্দধিরে গোপা বালভাষিতমিত্যুত ।
অপ্রমেয়ং বলং তস্য বালকস্য ন তে বিদুঃ ॥ ১০ ॥

ন—না; **তে**—গোপ এবং গোপীরা; **শ্রদ্দধিরে**—(সেই উক্তিতে) বিশ্বাস করেছিলেন; **গোপাঃ**—গোপ এবং গোপীরা; **বাল-ভাষিতম্**—শিশুদের উক্তি; **ইতি উত**—এইভাবে বলে; **অপ্রমেয়ম্**—অনন্ত, অচিন্ত্য; **বলম্**—শক্তি; **তস্য বালকস্য**—সেই ছোট্ট শিশু কৃষ্ণের; **ন**—না; **তে**—গোপ এবং গোপীগণ; **বিদুঃ**—অবগত ছিলেন।

অনুবাদ

সেখানে সমবেত গোপ এবং গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না, তাই তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেননি যে, শিশু-কৃষ্ণের এই প্রকার অচিন্ত্য শক্তি রয়েছে। তাঁরা বালকদের উক্তি বিশ্বাস করতে পারলেন না, এবং তাই সেটি বালকদের উক্তি বলে তাঁরা তা অবজ্ঞা করেছিলেন।

শ্লোক ১১

রুদন্তং সুতমাদায় যশোদা গ্রহশঙ্কিতা ।
কৃতস্বস্ত্যয়নং বিপ্রৈঃ সূক্তৈঃ স্তনমপায়য়ৎ ॥ ১১ ॥

রুদন্তম্—ক্রন্দনশীল; **সুতম্**—পুত্রকে; **আদায়**—কোলে তুলে নিয়ে; **যশোদা**—মা যশোদা; **গ্রহ-শঙ্কিতা**—কোন দুষ্ট গ্রহ আক্রমণ করেছে বলে ভীত হয়ে; **কৃত-স্বস্ত্যয়নম্**—তৎক্ষণাৎ মাঙ্গলিক কার্য অনুষ্ঠান করেছিলেন; **বিপ্রৈঃ**—ব্রাহ্মণদের ডেকে এনে; **সূক্তৈঃ**—বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা; **স্তনম্**—তাঁর স্তন; **অপায়য়ৎ**—পান করিয়েছিলেন।

অনুবাদ

কোন দুষ্ট গ্রহ কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছে বলে মনে করে, মা যশোদা ক্রন্দনরত শিশুটিকে তাঁর কোলে তুলে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর স্তন্যপান করিয়েছিলেন। তারপর তিনি অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ডেকে এনে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা স্বস্ত্যয়ন কর্ম সম্পাদন করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যখনই কোন বিপদ দেখা দেয় অথবা অশুভ ঘটনা ঘটে, তখন বৈদিক সভ্যতার প্রথা হচ্ছে তার প্রতিকারের জন্য যোগ্য ব্রাহ্মণদের দিয়ে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করা। মা যশোদা তা করেছিলেন এবং তাঁর শিশুটিকে স্তন্যপান করিয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

পূর্ববৎ স্থাপিতং গোপৈর্বলিভিঃ সপরিচ্ছদম্ ।
বিপ্রা হুত্বার্চয়াঞ্চক্রুর্দধ্যক্ষতকুশাম্বুভিঃ ॥ ১২ ॥

পূর্ব-বৎ—শকটটি পূর্বে যেভাবে ছিল; **স্থাপিতম্**—বাসনপত্র সহ পুনরায় স্থাপন করে; **গোপৈঃ**—গোপদের দ্বারা; **বলিভিঃ**—বলবান ব্যক্তিরা, যাঁরা অনায়াসে শকটটিকে মেরামত করতে পারত; **স-পরিচ্ছদম্**—তাতে যে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ছিল; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **হুত্বা**—হোমক্রিয়া সম্পাদন করে; **অর্চয়াম্ চক্রুঃ**—পূজা করেছিলেন; **দধি**—দধির দ্বারা; **অক্ষত**—ধান; **কুশ**—কুশ; **অম্বুভিঃ**—জলের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর বলবান গোপেরা বাসনপত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম সহ সেই শকটটি পূর্বের মতো স্থাপন করলে, ব্রাহ্মণেরা গ্রহশান্তির জন্য প্রথমে হোমক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন, এবং তারপর ধান, কুশ, জল এবং দধির দ্বারা ভগবানের পূজা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শকটটি ভারী বাসনপত্র এবং অন্যান্য উপকরণে বোঝাই করা ছিল, তাই শকটটি পূর্ববৎ স্থাপন করার জন্য অত্যন্ত বলবান ব্যক্তিদের প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু গোপেরা তা অনায়াসে সম্পাদন করেছিলেন। তারপর গোপজাতির প্রথা অনুসারে, সঙ্কটময় স্থিতির নিরাকরণের জন্য বিভিন্ন বৈদিক অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হয়েছিল।

শ্লোক ১৩-১৫

যেঽসূয়ানৃতদম্ভের্ষাহিংসামানবিবর্জিতাঃ ।
ন তেষাং সত্যশীলানামাশিষো বিফলাঃ কৃতাঃ ॥ ১৩ ॥
ইতি বালকমাদায় সামর্গ্যজুরুপাকৃতৈঃ ।
জলৈঃ পবিত্রৌষধিভিরভিষিচ্য দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ১৪ ॥
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং নন্দগোপঃ সমাহিতঃ ।
হুত্বা চাগ্নিং দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদাদন্নং মহাগুণম্ ॥ ১৫ ॥

যে—যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা; **অসূয়া**—অসূয়া; **অনৃত**—অসত্য; **দম্ভ**—দম্ভ; **ঈর্ষা**—ঈর্ষা; **হিংসা**—অন্যের ঐশ্বর্য দর্শনে বিচলিত হওয়া; **মান**—অভিমান; **বিবর্জিতাঃ**—রহিত; **ন**—না; **তেষাম্**—এই প্রকার ব্রাহ্মণদের; **সত্য-শীলানাম্**—(সত্য, শম, দম ইত্যাদি) ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী সমন্বিত; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **বিফলাঃ**—নিষ্ফল; **কৃতাঃ**—হয়েছে; **ইতি**—এই সব কিছু বিবেচনা করে; **বালকম্**—শিশু; **আদায়**—সম্পাদন করে; **সাম**—সামবেদ অনুসারে; **ঋক্**—ঋগ্‌বেদ অনুসারে; **যজুঃ**—এবং যজুর্বেদ অনুসারে; **উপাকৃতৈঃ**—এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা পবিত্র করে; **জলৈঃ**—জলের দ্বারা; **পবিত্র-ঔষধিভিঃ**—পুণ্য ওষধিযুক্ত; **অভিষিচ্য**—(শিশুটিকে) স্নান করিয়ে; **দ্বিজ-উত্তমৈঃ**—উপরোক্ত গুণযুক্ত উত্তম ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **বাচয়িত্বা**—পাঠ করতে অনুরোধ করে; **স্বস্তি-অয়নম্**—মঙ্গলজনক মন্ত্র; **নন্দ-গোপঃ**—গোপরাজ নন্দ; **সমাহিতঃ**—উদার এবং উত্তম; **হুত্বা**—আহুতি প্রদান করে; **চ**—ও; **অগ্নিম্**—পবিত্র অগ্নিতে; **দ্বিজাতিভ্যঃ**—সেই সমস্ত উত্তম ব্রাহ্মণদের; **প্রাদাৎ**—দান করেছিলেন; **অন্নম্**—অন্ন; **মহা-গুণম্**—অতি উৎকৃষ্ট।

অনুবাদ

যে সমস্ত ব্রাহ্মণ অসূয়া, অসত্য, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা, অভিমান প্রভৃতি দোষরহিত, তাঁদের আশীর্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না। সেই কথা বিবেচনা করে নন্দ মহারাজ স্থির চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর কোলে নিয়ে এই প্রকার সত্যশীল ব্রাহ্মণদের সামবেদ, ঋগ্‌বেদ এবং যজুর্বেদের মন্ত্র অনুসারে পবিত্র কর্ম অনুষ্ঠান করার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তারপর সেই সমস্ত মন্ত্র পাঠের পর তিনি পুণ্য ওষধিযুক্ত জলে শিশুটিকে স্নান করিয়েছিলেন, এবং তারপর হোমক্রিয়া সম্পাদন করে তিনি ব্রাহ্মণদের অতি উত্তম আহার্য ভোজন করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ ব্রাহ্মণদের যোগ্যতা এবং তাঁদের আশীর্বাদের ফল পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তিনি স্থির নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, উত্তম ব্রাহ্মণেরা যদি তাঁদের আশীর্বাদ প্রদান করেন, তা হলে বালকৃষ্ণ সুখী হবেন। যোগ্য ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই নয়, সকলকেই সুখ এবং শান্তি প্রদান করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই তাঁর কারও আশীর্বাদের প্রয়োজন হয় না, তবুও নন্দ মহারাজ মনে করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল। অতএব অন্যদের আর কি কথা? তাই মানব-সমাজে আদর্শ ব্রাহ্মণ বর্ণের

প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের আশীর্বাদ প্রদান করতে পারেন, যার ফলে সকলেই সুখী হবে। শ্রীকৃষ্ণ তাই *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) বলেছেন যে, মানব-সমাজে চারটি বর্ণের অবশ্য প্রয়োজন (*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*); এমন নয় যে, সকলেই শূদ্র হলে অথবা বৈশ্য হলে মানব-সমাজের উন্নতি হবে। *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ অনুসারে সত্য, শম, দম, তিতিক্ষা আদি গুণ সমন্বিত ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রয়োজন অপরিহার্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে, এখানেও নন্দ মহারাজ যোগ্য ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করেছেন। এক প্রকার জাতি ব্রাহ্মণও রয়েছে, এবং তাদের আমরা সম্মান করি, কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই মানব-সমাজের অন্যান্য বর্ণের মানুষদের আশীর্বাদ করার যোগ্যতা লাভ করা যায় না। এটিই বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ। কলিযুগে জাত-ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ বলে মনে করা হয়। *বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/২/৩)—কলিযুগে কেবল দুই পয়সার সূতো গলায় জড়িয়ে মানুষ ব্রাহ্মণ হয়। নন্দ মহারাজ এই প্রকার ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করেননি। সেই সম্বন্ধে নারদ মুনি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/১১/৩৫) বলেছেন—*যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তম্*। ব্রাহ্মণদের লক্ষণ শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সেই লক্ষণ অনুসারে যোগ্যতা অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য।

যে সমস্ত ব্রাহ্মণ নির্মৎসর, নিরহঙ্কার, দম্ভরহিত এবং সত্যশীল, তাঁদের আশীর্বাদই সফল হয়। তাই জীবনের শুরু থেকেই এক শ্রেণীর মানুষকে ব্রাহ্মণ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত। *ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্দান্তো গুরোর্হিতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/১২/১)। *দান্তঃ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *দান্তঃ* শব্দটির অর্থ নির্মৎসর, অবিচলিত অথবা দম্ভরহিত। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা সমাজে এই প্রকার ব্রাহ্মণ তৈরি করার চেষ্টা করছি। চরমে ব্রাহ্মণদের বৈষ্ণব হওয়া কর্তব্য, এবং কেউ যদি বৈষ্ণব হন, তা হলে তিনি ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণের গুণাবলী অর্জন করেছেন। *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৫৪)। *ব্রহ্মভূত* শব্দটির অর্থ ব্রাহ্মণ হওয়া অথবা ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করা বোঝায় (*ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ*)। ব্রহ্মভূত ব্যক্তি সর্বদাই প্রসন্ন (*প্রসন্নাত্মা*)। *ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি*—তিনি কখনও জড়-জাগতিক আবশ্যকতার দ্বারা বিচলিত হন না। *সমঃ সর্বেষু ভূতেষু*—তিনি সকলের প্রতি সমানভাবে আশীর্বাদ প্রদান করতে প্রস্তুত। *মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্*—তখন তিনি বৈষ্ণব হন। এই যুগে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর বৈষ্ণব-শিষ্যদের জন্য যজ্ঞোপবীত সংস্কার প্রবর্তন করেছেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে, কেউ যখন বৈষ্ণব হন তখন বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই

ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করেছেন। তাই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে যাঁরা ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য গায়ত্রী দীক্ষা লাভ করেছেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, তাঁদের সত্যশীল, মন ও ইন্দ্রিয়-সংযম এবং সহিষ্ণু হওয়ার এক মহান দায়িত্ব রয়েছে। তা হলেই তাঁদের জীবন সার্থক হবে। নন্দ মহারাজ এই প্রকার ব্রাহ্মণদের বৈদিক মন্ত্র পাঠ করার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মণদের করেননি। ত্রয়োদশ শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে *হিংসামান*। *মান* শব্দের অর্থ অভিমান বা অহঙ্কার। যারা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছে বলে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে মনে করে দম্ভ প্রদর্শন করে, এই অনুষ্ঠানে নন্দ মহারাজ তাদের নিমন্ত্রণ করেননি।

চতুর্দশ শ্লোকে *পবিত্রৌষধি* শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। যে কোন বৈদিক অনুষ্ঠানে বহু ঔষধি এবং পল্লবের প্রয়োজন হয়। তাদের বলা হয় *পবিত্র-পত্র*। কখনও নিমপাতা, কখনও বেলপাতা, আম্রপল্লব, অশ্বত্থপত্র বা আমলকীপত্র ব্যবহার করা হয়। তেমনই পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য এবং পঞ্চরত্ন রয়েছে। নন্দ মহারাজ যদিও ছিলেন বৈশ্য, তবুও তাঁর সব কিছু জানা ছিল।

এই শ্লোকে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি হচ্ছে *মহাগুণম্*। এই শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, উৎকৃষ্ট গুণ সমন্বিত সুস্বাদু আহার্য ব্রাহ্মণদের প্রদান করা হয়েছিল। এই প্রকার সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য সাধারণত দুটি বস্তুর দ্বারা তৈরি হয়, যথা, শস্য এবং দুগ্ধজাত সামগ্রী। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৪) তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মানব-সমাজের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে গোরক্ষা এবং কৃষিকার্য (*কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্*)। কেবল সুদক্ষ রন্ধনের দ্বারা কৃষিজাত দ্রব্য এবং দুগ্ধজাত সামগ্রীর দ্বারা শত-সহস্র অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। সেই কথা এখানে *অন্নং মহাগুণম্* পদটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভারতবর্ষে আজও এই দুটি দ্রব্য থেকে, অর্থাৎ শস্য এবং দুধ থেকে, শত-সহস্র বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা হয়, এবং তারপর তা ভগবানকে নিবেদন করা হয়। (*চতুর্বিধশ্রীভগবৎপ্রসাদ। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।*) তারপর সেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। আজও জগন্নাথক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বড় বড় মন্দিরে শ্রীবিগ্রহকে অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করা হয়, এবং তারপর সেই প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হয়। দক্ষতা এবং জ্ঞান সমন্বিত উত্তম ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রস্তুত এই প্রসাদ যখন ভগবানকে নিবেদন করার পর জনসাধারণকে বিতরণ করা হয়, সেই প্রসাদও ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণবদের আশীর্বাদ। প্রসাদ চার প্রকার (*চতুর্বিধ*)—চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয়। বিভিন্ন মশলার প্রয়োগে তিক্ত, কষায়, অম্ল, মধুর আদি

বিভিন্ন রসে এই সমস্ত প্রসাদ তৈরি হয়। এইভাবে অন্ন এবং ঘৃতের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার প্রসাদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে তৈরি করে তা ভগবানকে নিবেদনপূর্বক প্রথমে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের মধ্যে তা বিতরণ করে তারপর জনসাধারণকে তা বিতরণ করা যায়। এটিই হচ্ছে মানব-সমাজের প্রথা। গোহত্যা করে এবং ভূমি বিনষ্ট করে কখনও অন্নের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। এটি সভ্যতা নয়। কৃষিকার্য এবং গোরক্ষার দ্বারা খাদ্যশস্য উৎপাদনে অযোগ্য অসভ্য জংলীরা পশুমাংস আহার করতে পারে, কিন্তু উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন আদর্শ মানব-সমাজের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে কৃষি এবং গোরক্ষার মাধ্যমে সর্বোত্তম আহার্য প্রস্তুত করার পন্থা শিক্ষালাভ করা।

শ্লোক ১৬

গাবঃ সর্বগুণোপেতা বাসঃস্রগ্‌রুক্মমালিনীঃ ।
আত্মজাভ্যুদয়ার্থায় প্রাদাত্তে চান্বযুঞ্জত ॥ ১৬ ॥

গাবঃ—গাভী; **সর্ব-গুণ-উপেতাঃ**—পর্যাপ্ত দুধ দেওয়ার ফলে সর্বগুণসম্পন্ন; **বাসঃ**—সুন্দর বস্ত্রে বিভূষিত; **স্রক্**—ফুলমালা সমন্বিত; **রুক্ম-মালিনীঃ**—এবং সুবর্ণ মাল্যে বিভূষিত; **আত্মজ-অভ্যুদয়-অর্থায়**—তাঁর পুত্রের সমৃদ্ধির জন্য; **প্রাদাৎ**—দান করেছিলেন; **তে**—সেই ব্রাহ্মণেরা; **চ**—ও; **অন্বযুঞ্জত**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ তাঁর পুত্র কৃষ্ণের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য বস্ত্র, ফুলমালা এবং স্বর্ণহারে বিভূষিত গাভীসমূহ ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। এই সমস্ত গাভীরা প্রচুর পরিমাণে দুধ প্রদান করার ফলে সর্বগুণে গুণান্বিতা ছিল, এবং ব্রাহ্মণেরা সেই দান গ্রহণ করে সমগ্র পরিবারকে, বিশেষ করে কৃষ্ণকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ প্রথমে ব্রাহ্মণদের প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিয়েছিলেন এবং তারপর তাঁদের স্বর্ণহার, বস্ত্র এবং ফুলমালায় বিভূষিত অতি উত্তম গাভীসমূহ দান করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

বিপ্রা মন্ত্রবিদো যুক্তাস্তৈর্যাঃ প্রোক্তাস্তথাশিষঃ ।
তা নিষ্ফলা ভবিষ্যন্তি ন কদাচিদপি স্ফুটম্ ॥ ১৭ ॥

বিপ্রাঃ—ব্রাহ্মণগণ; **মন্ত্র-বিদঃ**—বৈদিক মন্ত্রজ্ঞ; **যুক্তাঃ**—সিদ্ধযোগী; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা; **যা**—যা কিছু; **প্রোক্তাঃ**—উক্ত হয়; **তথা**—তাই হয়; **আশিষঃ**—সমস্ত আশীর্বাদ; **তাঃ**—সেই বাক্য; **নিষ্ফলাঃ**—ব্যর্থ; **ভবিষ্যন্তি ন**—কখনও হয় না; **কদাচিৎ**—কোন সময়ে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **স্ফুটম্**—বাস্তব সত্য, যথার্থ।

অনুবাদ

সেই সমস্ত মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ছিলেন সিদ্ধযোগী। তাঁদের আশীর্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণোচিত গুণযুক্ত ব্রাহ্মণেরা যোগশক্তি সমন্বিত যোগী। তাঁদের বাক্য কখনও নিষ্ফল হয় না। সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে প্রতিটি ব্যবহারে ব্রাহ্মণেরা ছিলেন নিশ্চিতভাবে নির্ভরযোগ্য। এই যুগে কিন্তু ব্রাহ্মণদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। যেহেতু এই যুগে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ নেই, তাই সমস্ত যজ্ঞ নিষিদ্ধ হয়েছে। এই যুগে যে একটি মাত্র যজ্ঞ অনুমোদন করা হয়েছে, তা হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/৩২)। যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণুর সন্তুষ্টিবিধান করা (*যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*)। যেহেতু এই যুগে কোন যোগ্য ব্রাহ্মণ নেই, তাই মানুষের কর্তব্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা (*যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*)। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞ, এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়, *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*—এই মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা।

শ্লোক ১৮

একদারোহমারূঢ়ং লালয়ন্তী সুতং সতী ।
গরিমাণং শিশোর্বোঢ়ুং ন সেহে গিরিকূটবৎ ॥ ১৮ ॥

একদা—একসময় (শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন প্রায় এক বছর); **আরোহম্**—তাঁর মায়ের কোলে; **আরূঢ়ম্**—বসেছিলেন; **লালয়ন্তী**—স্নেহভরে আদর করছিলেন; **সুতম্**—তাঁর পুত্রকে; **সতী**—মা যশোদা; **গরিমাণম্**—ভার বর্ধিত হওয়ার ফলে; **শিশোঃ**—শিশুটির; **বোঢ়ুম্**—তাঁকে বহন করতে; **ন**—না; **সেহে**—সক্ষম হয়েছিলেন; **গিরি-কূট-বৎ**—পর্বতশৃঙ্গের মতো ভারী বলে মনে হয়েছিল।

অনুবাদ

একদিন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের এক বছর পর, মা যশোদা যখন তাঁর পুত্রকে কোলে নিয়ে আদর করছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি অনুভব করেছিলেন যেন শিশুটি পর্বতশৃঙ্গ থেকেও ভারী হয়ে গেছে, এবং তার ফলে তিনি আর তাঁর ভার বহন করতে সমর্থ হলেন না।

তাৎপর্য

লালয়ন্তী—কখনও কখনও মা তাঁর শিশুটিকে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করেন এবং তারপর শিশুটিকে দুহাতে লুফে নেন, শিশুটি তখন হাসতে থাকে এবং মাও আনন্দ অনুভব করেন। মা যশোদা তাই করতেন, কিন্তু এখন কৃষ্ণ এত ভারী হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি আর তাঁর ভার বহন করতে পারলেন না। এই পরিস্থিতিতে আমাদের বুঝতে হবে যে, কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন তৃণাবর্তাসুর তাঁর মার কাছ থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানে আসছিল। কৃষ্ণ জানতেন তৃণাবর্ত যখন এসে তাঁকে তাঁর মায়ের কোল থেকে নিয়ে যাবে, তখন মা যশোদা অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হবেন। তিনি চাননি যে, অসুরটি মা যশোদার কোন অনিষ্ট করুক। তাই, যেহেতু তিনি হচ্ছেন সব কিছুর উৎস (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*), তাই তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভার ধারণ করেছিলেন। শিশুটি মা যশোদার কোলে ছিলেন, তাই মা যশোদা তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু সমন্বিত ছিলেন, কিন্তু শিশুটি যখন সেই ভার ধারণ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে তাঁর কোল থেকে নামিয়ে রেখেছিলেন, যার ফলে তাঁর মায়ের কোলে ফিরে আসার পূর্বে শিশুটিকে তৃণাবর্তাসুরের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করার সুযোগ পান।

শ্লোক ১৯

ভূমৌ নিধায় তং গোপী বিস্মিতা ভারপীড়িতা ।
মহাপুরুষমাদধ্যৌ জগতামাস কর্মসু ॥ ১৯ ॥

ভূমৌ—ভূমিতে; **নিধায়**—স্থাপন করে; **তম্**—শিশুটি; **গোপী**—মা যশোদা; **বিস্মিতা**—আশ্চর্যান্বিতা হয়ে; **ভার-পীড়িতা**—শিশুটির ভারে পীড়িতা; **মহা-পুরুষম্**—ভগবান শ্রীনারায়ণকে; **আদধ্যৌ**—শরণ গ্রহণ করেছিলেন; **জগতাম্**—যেন সারা জগতের ভার; **আস**—ব্যস্ত হয়েছিলেন; **কর্মসু**—গৃহস্থালির কার্যে।

অনুবাদ

শিশুটিকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মতো ভারী বলে অনুভব করে মা যশোদা মনে করেছিলেন যে, হয়ত শিশুটি কোন প্রেতাত্মা বা অসুরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিতা হয়ে মা যশোদা শিশুটিকে ভূমিতে স্থাপন করে নারায়ণকে স্মরণ করতে শুরু করেছিলেন। বিপদের আশঙ্কা করে তিনি এই ভার প্রশমনের জন্য ব্রাহ্মণদের ডেকেছিলেন, এবং তারপর তিনি গৃহস্থালির কার্যে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। নারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় তাঁর জানা ছিল না। কারণ তিনি বুঝতে পারেননি যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছে সব কিছুর আদি উৎস।

তাৎপর্য

মা যশোদা বুঝতে পারেননি যে, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গুরু বস্তু থেকেও গুরুতম এবং শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুর অন্তরে বিরাজ করেন (*মৎস্থানি সর্বভূতানি*)। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে, *ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা*—শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নির্বিশেষ রূপে সর্বত্র রয়েছেন, এবং সব কিছুই তাঁকে আশ্রয় করে বিরাজ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও *ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ*—শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র নেই। মা যশোদা এই দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, কারণ যোগমায়ার আয়োজনে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঠিক তাঁর মায়ের মতো আচরণ করছিলেন। কৃষ্ণের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে, তিনি কেবল কৃষ্ণের নিরাপত্তার জন্য নারায়ণের স্মরণ গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই পরিস্থিতির প্রতিকারের জন্য ব্রাহ্মণদের ডেকেছিলেন।

শ্লোক ২০

দৈত্যো নাম্না তৃণাবর্তঃ কংসভৃত্যঃ প্রণোদিতঃ ।
চক্রবাতস্বরূপেণ জহারাসীনমর্ভকম্ ॥ ২০ ॥

দৈত্যঃ—আর একটি দৈত্য; **নাম্না**—নামক; **তৃণাবর্তঃ**—তৃণাবর্তাসুর; **কংস-ভৃত্যঃ**—কংসের অনুচর; **প্রণোদিতঃ**—তার দ্বারা প্রেরিত হয়ে; **চক্রবাত-স্বরূপেণ**—ঘূর্ণিঝড়রূপে; **জহার**—উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **অর্ভকম্**—শিশুটিকে।

অনুবাদ

শিশুটি যখন ভূমিতে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন কংসের অনুচর তৃণাবর্ত নামক অসুর কংসের দ্বারা প্রেরিত হয়ে ঘূর্ণিঝড়রূপে সেখানে এসে, অনায়াসে শিশুটিকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের ভার তাঁর মায়ের পক্ষে বহন করা অসম্ভব হয়েছিল, কিন্তু তৃণাবর্তাসুর এসে তৎক্ষণাৎ শিশুটিকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এটি শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি প্রদর্শনের আর একটি দৃষ্টান্ত। তৃণাবর্তাসুর যখন এসেছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ তৃণের থেকে হালকা হয়ে গিয়েছিলেন, যাতে অসুরটি তাঁকে অনায়াসে বহন করে নিয়ে যেতে পারে। এটি ছিল শ্রীকৃষ্ণের *আনন্দচিন্ময়রস*।

শ্লোক ২১

গোকুলং সর্বমাবৃণ্বন্ মুষ্ণংশ্চক্ষূংষি রেণুভিঃ ।
ঈরয়ন্ সুমহাঘোরশব্দেন প্রদিশো দিশঃ ॥ ২১ ॥

গোকুলম্—সমগ্র গোকুলমণ্ডল; **সর্বম্**—সর্বত্র; **আবৃণ্বন্**—আচ্ছাদিত করে; **মুষ্ণন্**—অপহরণ করে; **চক্ষূংষি**—দৃষ্টিশক্তি; **রেণুভিঃ**—ধূলিরাশির দ্বারা; **ঈরয়ন্**—কম্পিত করে; **সু-মহা-ঘোর**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং ভারী; **শব্দেন**—শব্দের দ্বারা; **প্রদিশঃ দিশঃ**—সর্বদিকে প্রবেশ করেছিল।

অনুবাদ

সেই অসুরটি ধূলিরাশির দ্বারা সমস্ত গোকুলমণ্ডল আচ্ছন্নপূর্বক সকলের দৃষ্টিশক্তি অপহরণ করে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের রূপে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দে দিগ্বিদিক নিনাদিত করেছিল।

তাৎপর্য

তৃণাবর্তাসুর ঘূর্ণিঝড়ের রূপ ধারণ করে সমগ্র গোকুল এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে, কেউই নিকটবর্তী বস্তুও দেখতে পাচ্ছিল না।

শ্লোক ২২

মুহূর্তমভবদ্ গোষ্ঠং রজসা তমসাবৃতম্ ।
সুতং যশোদা নাপশ্যত্তস্মিন্ ন্যস্তবতী যতঃ ॥ ২২ ॥

মুহূর্তম্—ক্ষণকালের জন্য; **অভবৎ**—হয়েছিল; **গোষ্ঠম্**—সমগ্র গোচারণভূমি; **রজসা**—ধূলিরাশির দ্বারা; **তমসা আবৃতম্**—তমসাচ্ছন্ন; **সুতম্**—তাঁর পুত্র; **যশোদা**—মা যশোদা; **ন অপশ্যৎ**—দেখতে পাননি; **তস্মিন্**—সেই স্থানে; **ন্যস্তবতী**—যেখানে তিনি তাঁকে রেখেছিলেন; **যতঃ**—যেখানে।

অনুবাদ

এইভাবে ক্ষণিকের জন্য সমগ্র গোচারণভূমি ধূলিরাশির দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল, এবং মা যশোদা যেখানে শিশুটিকে রেখেছিলেন, সেখানে আর তাঁকে দেখতে পেলেন না।

শ্লোক ২৩

নাপশ্যৎ কশ্চনাত্মানং পরং চাপি বিমোহিতঃ ।
তৃণাবর্তনিসৃষ্টাভিঃ শর্করাভিরুপদ্রুতঃ ॥ ২৩ ॥

ন—না; **অপশ্যৎ**—দেখেছিলেন; **কশ্চন**—কাউকে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **পরং চ অপি**—অথবা অন্যকে; **বিমোহিতঃ**—মোহিত হয়ে; **তৃণাবর্ত-নিসৃষ্টাভিঃ**—তৃণাবর্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত; **শর্করাভিঃ**—বালুকার দ্বারা; **উপদ্রুতঃ**—এবং এইভাবে উৎপীড়িত হয়ে।

অনুবাদ

তৃণাবর্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বালুকারাশির দ্বারা মোহগ্রস্ত এবং উৎপীড়িত হয়ে কেউই নিজেকে অথবা অন্য কাউকে দর্শন করতে সমর্থ হল না।

শ্লোক ২৪

ইতি খরপবনচক্রপাংশুবর্ষে
সুতপদবীমবলাবিলক্ষ্য মাতা ।
অতিকরুণমনুস্মরন্ত্যশোচদ্
ভুবি পতিতা মৃতবৎসকা যথা গৌঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **খর**—অত্যন্ত প্রবল; **পবন-চক্র**—ঘূর্ণিঝড়ের দ্বারা; **পাংশু-বর্ষে**—যখন ধূলিকণা বর্ষণ হতে লাগল; **সুত-পদবীম্**—তাঁর পুত্রের স্থান; **অবলা**—অবলা রমণী; **অবিলক্ষ্য**—না দেখে; **মাতা**—তাঁর মা হওয়ার ফলে; **অতি-করুণম্**—অত্যন্ত করুণভাবে; **অনুস্মরন্তী**—তিনি তাঁর পুত্রের কথা চিন্তা করছিলেন; **অশোচৎ**—অসাধারণভাবে শোক করতে লাগলেন; **ভুবি**—ভূমিতে; **পতিতা**—পড়ে গিয়ে; **মৃত-বৎসকা**—মৃতবৎসা; **যথা**—যেমন; **গৌঃ**—গাভী।

অনুবাদ

ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ধূলিবর্ষণ হতে থাকলে মা যশোদা তাঁর পুত্রের চিহ্ন মাত্র দর্শন না করতে পেরে, এমন কেন তা হয়েছে তা বুঝতে অসমর্থ হয়ে, তিনি মৃতবৎসা গাভীর মতো ভূমিতে পড়ে অত্যন্ত করুণভাবে বিলাপ করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৫

রুদিতমনুনিশম্য তত্র গোপ্যো
ভৃশমনুতপ্তধিয়োঽশ্রুপূর্ণমুখ্যঃ ।
রুরুদুরনুপলভ্য নন্দসূনুং
পবন উপারতপাংশুবর্ষবেগে ॥ ২৫ ॥

রুদিতম্—করুণভাবে ক্রন্দনকারিণী মা যশোদা; **অনুনিশম্য**—শ্রবণ করে; **তত্র**—সেখানে; **গোপ্যঃ**—অন্যান্য গোপীগণ; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **অনুতপ্ত**—মা যশোদার প্রতি অনুতপ্ত চিত্তে; **ধিয়ঃ**—এই প্রকার অনুভূতি সহ; **অশ্রুপূর্ণ-মুখ্যঃ**—অশ্রুপূর্ণমুখে অন্যান্য গোপীরা; **রুরুদুঃ**—রোদন করতে লাগলেন; **অনুপলভ্য**—না দেখতে পেয়ে; **নন্দ-সূনুম্**—নন্দ মহারাজের পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে; **পবনে**—ঘূর্ণিবায়ু যখন; **উপারত**—নিবৃত্ত হয়েছিল; **পাংশু-বর্ষ-বেগে**—ধূলি বর্ষণের বেগ।

অনুবাদ

তারপর যখন ধূলিবৃষ্টি নিবৃত্ত হয়েছিল এবং বায়ু শান্তভাব ধারণ করেছিল, তখন মা যশোদার করুণ ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করে তাঁর সখী অন্যান্য গোপীরা তাঁর কাছে এসেছিলেন। কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে তাঁরাও অত্যন্ত অনুতপ্ত চিত্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে মা যশোদার সঙ্গে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের এই আসক্তি অতি অদ্ভুত এবং চিন্ময়। গোপীদের সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্র ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ যখন সেখানে ছিলেন, তখন তাঁদের সুখের সীমা ছিল না, এবং শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে তাঁরা দুঃখের সাগরে নিমগ্ন হয়েছিলেন। তাই মা যশোদা যখন কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে বিলাপ করছিলেন, তখন অন্যান্য গোপীরাও ক্রন্দন করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

তৃণাবর্তঃ শান্তরয়ো বাত্যারূপধরো হরন্ ।
কৃষ্ণং নভোগতো গন্তুং নাশক্নোদ্ ভূরিভারভৃৎ ॥ ২৬ ॥

তৃণাবর্তঃ—তৃণাবর্তাসুর; **শান্তরয়ঃ**—ঝড়ের বেগ শান্ত হলে; **বাত্যা-রূপ-ধরঃ**—এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের রূপ ধারণ করে; **হরন্**—হরণ করেছিল; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **নভঃ-গতঃ**—আকাশের অনেক উঁচুতে; **গন্তুম্**—গমন করতে; **ন অশক্নোৎ**—সমর্থ হয়নি; **ভূরি-ভারভৃৎ**—কারণ কৃষ্ণ তখন সেই অসুরের থেকে অধিক শক্তিশালী এবং ভারী হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এক প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের রূপ ধারণ করে তৃণাবর্তাসুর কৃষ্ণকে আকাশের অনেক উপরে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণ যখন অসুরটির থেকে আরও বেশি ভারী হয়েছিলেন, তখন অসুরের গতিবেগ রুদ্ধ হয়েছিল এবং সে আর গমন করতে সমর্থ হল না।

তাৎপর্য

এখানে কৃষ্ণ এবং তৃণাবর্তের যোগবলের প্রতিযোগিতা দেখা গেছে। যোগ অনুশীলনের দ্বারা অসুরেরা সাধারণত অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য,

ঈশিতা, বশিতা এবং কামাবশায়িতা নামক অষ্ট যোগসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু অসুরেরা কিছু পরিমাণে এই প্রকার শক্তি লাভ করলেও কৃষ্ণের যোগশক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না, কারণ কৃষ্ণ হচ্ছেন যোগেশ্বর। সমস্ত যোগশক্তির উৎস (*যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ*)। কৃষ্ণের সঙ্গে কেউই প্রতিযোগিতা করতে পারে না। কখনও কখনও অবশ্য কৃষ্ণের যোগশক্তির এক অংশ প্রাপ্ত হয়ে অসুরেরা মূর্খ জনসাধারণের কাছে তা প্রদর্শন করে নিজেদের ভগবান বলে জাহির করে। কিন্তু তারা জানে না যে, ভগবান হচ্ছেন পরম যোগেশ্বর। এখানেও আমরা দেখতে পাই যে, তৃণাবর্ত মহিমা-সিদ্ধি লাভ করেছিল এবং একটি সাধারণ শিশুর মতো কৃষ্ণকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণও একজন মহিমা-সিদ্ধ হয়েছিলেন। মা যশোদা যখন তাঁকে বহন করছিলেন, তখন তিনি এত ভারী হয়ে গিয়েছিলেন যে, সাধারণ অবস্থায় তাঁকে বহন করতে সক্ষম হলেও মা যশোদা তাঁকে আর বহন করতে পারেননি এবং তাঁকে তিনি তখন ভূমিতে স্থাপন করেছিলেন। এইভাবে তৃণাবর্ত মা যশোদার উপস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করতে পেরেছিল। কিন্তু কৃষ্ণ যখন আকাশের অনেক উপরে মহিমা-সিদ্ধি প্রকাশ করেছিলেন, তখন সেই অসুর আর অধিক দূর গমন করতে পারেনি, তার বেগ শান্ত হয়েছিল এবং কৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে সে ভূপতিত হয়েছিল। তাই কৃষ্ণের সঙ্গে কখনই যোগশক্তির প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়।

ভক্তদের আপনা থেকেই যোগশক্তি লাভ হয়, কিন্তু তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান না। পক্ষান্তরে, তাঁরা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁদের যোগশক্তি প্রদর্শন হয়। ভক্তরা এমনই যোগশক্তি প্রদর্শন করতে পারেন যা অসুরেরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না, কিন্তু তাঁরা কখনও তাঁদের নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য সেই শক্তি প্রদর্শন করার চেষ্টা করেন না। তাঁরা যা কিছু করেন, তা সবই শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য, এবং তাই তাদের স্থিতি সর্বদাই অসুরদের থেকে শ্রেষ্ঠ। বহু কর্মী, যোগী এবং জ্ঞানী রয়েছে, যারা কৃত্রিমভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চেষ্টা করে, এবং তার ফলে সাধারণ মূর্খ মানুষেরা, যারা *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী মহাজনদের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করে না, তারা কোন কপট যোগীকে ভগবান বলে মনে করে। বর্তমান সময়ে বহু তথাকথিত বাবা রয়েছে, যারা নগণ্য যোগশক্তি প্রদর্শন করে নিজেদের ভগবানের অবতার বলে জাহির করার চেষ্টা করে, এবং মূর্খ মানুষেরা কৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞানের অভাবে তাদের ভগবান বলে মনে করে।

শ্লোক ২৭

তমশ্মানং মন্যমান আত্মনো গুরুমত্তয়া ।
গলে গৃহীত উৎস্রষ্টুং নাশক্নোদদ্ভুতার্ভকম্ ॥ ২৭ ॥

তম্—কৃষ্ণ; **অশ্মানম্**—লোহার মতো ভারী পাথর; **মন্যমানঃ**—মনে করে; **আত্মনঃ গুরু-মত্তয়া**—তার অনুমানের অধিক ভারী হওয়ার ফলে; **গলে**—গলায়; **গৃহীতে**—তাঁর বাহুর দ্বারা জড়িয়ে ধরার ফলে; **উৎস্রষ্টুম্**—ছেড়ে দেওয়ার জন্য; **ন অশক্নোৎ**—সক্ষম হয়নি; **অদ্ভুত-অর্ভকম্**—সাধারণ বালকদের থেকে ভিন্ন এই অদ্ভুত শিশুটি।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে অত্যন্ত ভারী হয়ে যাওয়ার ফলে তৃণাবর্তের মনে হল সে যেন একটি বিশাল পর্বত অথবা এক প্রকাণ্ড লৌহপিণ্ড। অসুরটি তাঁকে পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর বাহুর দ্বারা তার গলা জড়িয়ে ধরেছিলেন বলে সে তা পারেনি। এইভাবে সেই শিশুটির ভার বহন করতে সক্ষম না হয়ে এবং তাঁকে পরিত্যাগ করতেও না পারায় তার মনে হয়েছিল যে, সেই বালকটি অত্যন্ত অদ্ভুত।

তাৎপর্য

তৃণাবর্ত কৃষ্ণকে বধ করার উদ্দেশ্যে আকাশের উপর নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণ তৃণাবর্তের শরীরে চড়ে কিছুক্ষণের জন্য আকাশে ওড়ার আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। এইভাবে তৃণাবর্তের কৃষ্ণকে হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, এবং *আনন্দচিন্ময়রসবিগ্রহ* শ্রীকৃষ্ণ এই লীলা উপভোগ করেছিলেন। কৃষ্ণের ভারে তৃণাবর্ত যেহেতু ভূপতিত হচ্ছিল, তাই সে কৃষ্ণকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তার গলা জড়িয়ে ধরে থাকায় সে তা পারেনি। তার ফলে তৃণাবর্তের যোগশক্তি প্রদর্শনের সেটিই ছিল শেষ সময়। কৃষ্ণের আয়োজনে এখন তার মৃত্যু হতে যাচ্ছিল।

শ্লোক ২৮

গলগ্রহণনিশ্চেষ্টো দৈত্যো নির্গতলোচনঃ ।
অব্যক্তরাবো ন্যপতৎ সহবালো ব্যসুর্ব্রজে ॥ ২৮ ॥

গল-গ্রহণ-নিশ্চেষ্টঃ—কৃষ্ণ তার গলা জড়িয়ে ধরায় তৃণাবর্তাসুরের শ্বাস রুদ্ধ হয়েছিল এবং সে কিছু করতে পারেনি; **দৈত্যঃ**—দৈত্য; **নির্গত-লোচনঃ**—চাপের ফলে তার চোখ বেরিয়ে এসেছিল; **অব্যক্ত-রাবঃ**—কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় সে চিৎকারও করতে পারেনি; **ন্যপতৎ**—পতিত হয়েছিল; **সহ-বালঃ**—শিশুটি সহ; **ব্যসুঃ ব্রজে**—ব্রজের ভূমিতে প্রাণ হারিয়েছিল।

অনুবাদ

কৃষ্ণ তার গলা জড়িয়ে ধরায় তৃণাবর্তাসুরের শ্বাস রুদ্ধ হয়েছিল, সে কোন শব্দ পর্যন্ত করতে পারেনি এবং তার হাত-পা পর্যন্ত সঞ্চালন করতে পারেনি। তার চক্ষু নির্গত হয়েছিল, এবং শিশুটি সহ ব্রজের ভূমিতে পতিত হয়ে সেই অসুরটি তার প্রাণত্যাগ করেছিল।

শ্লোক ২৯

তমন্তরিক্ষাৎ পতিতং শিলায়াং
বিশীর্ণসর্বাবয়বং করালম্ ।
পুরং যথা রুদ্রশরেণ বিদ্ধং
স্ত্রিয়ো রুদত্যো দদৃশুঃ সমেতাঃ ॥ ২৯ ॥

তম্—তৃণাবর্তাসুরকে; **অন্তরিক্ষাৎ**—আকাশ থেকে; **পতিতম্**—পতিত; **শিলায়াম্**—প্রস্তরখণ্ডে; **বিশীর্ণ**—বিধ্বস্ত; **সর্ব-অবয়বম্**—সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; **করালম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হাত এবং পা; **পুরম্**—ত্রিপুরাসুরের স্থান; **যথা**—যেমন; **রুদ্র-শরেণ**—শিবের বাণের দ্বারা; **বিদ্ধম্**—বিদ্ধ; **স্ত্রিয়ঃ**—সমস্ত গোপরমণীরা; **রুদত্যঃ**—শ্রীকৃষ্ণের বিরহে যদিও তাঁরা ক্রন্দন করছিলেন; **দদৃশুঃ**—তাঁরা তাঁদের সামনে দেখলেন; **সমেতাঃ**—সমবেতা।

অনুবাদ

গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করছিলেন, তখন অসুরটি আকাশ থেকে এক বিশাল প্রস্তরখণ্ডের উপর পতিত হয়েছিল এবং তার দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিধ্বস্ত হয়েছিল। তাকে তখন ঠিক শিবের বাণে বিদ্ধ ত্রিপুরাসুরের মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

ভক্ত যখন ভগবানের বিরহে কাতর হন, তখন তিনি ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপ অনুভব করেন এবং দিব্য আনন্দে মগ্ন হন। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকার ভক্তরা সর্বদাই চিন্ময় আনন্দে মগ্ন থাকেন, এবং এই প্রকার আপাত বিপদ তাঁদের আনন্দ বর্ধন করে।

শ্লোক ৩০

প্রাদায় মাত্রে প্রতিহৃত্য বিস্মিতাঃ
কৃষ্ণং চ তস্যোরসি লম্বমানম্ ।
তং স্বস্তিমন্তং পুরুষাদনীতং
বিহায়সা মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্ ।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ কিল নন্দমুখ্যা
লব্ধ্বা পুনঃ প্রাপুরতীব মোদম্ ॥ ৩০ ॥

প্রাদায়—তুলে নিয়ে; **মাত্রে**—তাঁর মাতা যশোদার কাছে; **প্রতিহৃত্য**—সমর্পণ করেছিলেন; **বিস্মিতাঃ**—আশ্চর্যান্বিতা; **কৃষ্ণম্ চ**—এবং কৃষ্ণ; **তস্য**—অসুরের; **উরসি**—বক্ষে; **লম্বমানম্**—অবস্থিত; **তম্**—কৃষ্ণ; **স্বস্তিমন্তম্**—সমস্ত মঙ্গল সমন্বিত; **পুরুষ-অদ-নীতম্**—যে নরখাদক রাক্ষসের দ্বারা অপহৃত হয়েছিলেন; **বিহায়সা**—আকাশে; **মৃত্যু-মুখাৎ**—মৃত্যুর মুখ থেকে; **প্রমুক্তম্**—মুক্ত হয়ে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **চ**—এবং; **গোপাঃ**—গোপগণ; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **নন্দ-মুখ্যাঃ**—নন্দ মহারাজ প্রমুখ; **লব্ধ্বা**—লাভ করে; **পুনঃ**—পুনরায় (তাঁদের পুত্রকে); **প্রাপুঃ**—উপভোগ করেছিলেন; **অতীব**—অত্যন্ত; **মোদম্**—আনন্দ।

অনুবাদ

গোপীরা সেই অসুরের বক্ষ থেকে সর্বপ্রকার অমঙ্গলশূন্য কৃষ্ণকে তুলে নিয়ে মা যশোদার কাছে সমর্পণ করেছিলেন। রাক্ষসটি শিশুটিকে অপহরণ করে আকাশে নিয়ে গেলেও শিশুটি যে অক্ষত রয়েছেন এবং সমস্ত বিপদ ও দুর্ভাগ্য থেকে মুক্ত হয়েছেন, তা দেখে নন্দ মহারাজ প্রমুখ গোপ এবং গোপীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

অসুরটি আকাশ থেকে পতিত হয়েছিল এবং কৃষ্ণ অক্ষত অবস্থায় সমস্ত অমঙ্গলশূন্য হয়ে তার বক্ষে সুখে খেলা করছিলেন। অসুরটির দ্বারা আকাশের অনেক উঁচুতে নীত হলেও কৃষ্ণ একটুও বিচলিত হননি এবং তিনি আনন্দে খেলা করছিলেন। এটিই *আনন্দচিন্ময়রসবিগ্রহ*। শ্রীকৃষ্ণ যে কোন অবস্থাতেই *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ*। কোন রকম দুঃখ কখনও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। অন্যরা মনে করে থাকতে পারে যে, তাঁর বিপদ হয়েছিল, কিন্তু অসুরের বক্ষ যেহেতু যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ মহা আনন্দে সেখানে খেলা করছিলেন। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যে, অসুরটি আকাশের অনেক উঁচুতে গেলেও শিশুটি পড়ে যাননি। তাই শিশুটি সত্য সত্যই মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁকে এইভাবে নিরাপদ দেখে সমস্ত বৃন্দাবনবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

অহো বতাত্যদ্ভুতমেষ রক্ষসা
বালো নিবৃত্তিং গমিতোঽভ্যগাৎ পুনঃ ।
হিংস্রঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ
সাধুঃ সমত্বেন ভয়াদ্ বিমুচ্যতে ॥ ৩১ ॥

অহো—আহা; **বত**—বস্তুতপক্ষে; **অতি**—অত্যন্ত; **অদ্ভুতম্**—এই ঘটনা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **এষঃ**—এই (শিশুটি); **রক্ষসা**—নরখাদক রাক্ষসের দ্বারা; **বালঃ**—অবোধ বালক কৃষ্ণ; **নিবৃত্তিম্**—তাকে মেরে খাওয়ার জন্য অপহৃত; **গমিতঃ**—চলে গিয়েছিল; **অভ্যগাৎ পুনঃ**—সে আবার অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছে; **হিংস্রঃ**—হিংস্র; **স্ব-পাপেন**—তার নিজের পাপকর্মের ফলে; **বিহিংসিতঃ**—এখন (সেই অসুরটি) নিহত হয়েছে; **খলঃ**—দুষ্ট হওয়ার ফলে; **সাধুঃ**—নিষ্পাপ এবং নির্দোষ ব্যক্তি; **সমত্বেন**—সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়ার ফলে; **ভয়াৎ**—সর্বপ্রকার ভয় থেকে; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হন।

অনুবাদ

এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, এই অবোধ শিশুটিকে ভক্ষণ করার জন্য রাক্ষসটি তাকে নিয়ে গেলেও সে অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছে। অসুরটি যেহেতু

হিংস্র, খল এবং পাপাত্মা, তাই সে তার নিজের পাপকর্মের ফলে নিহত হয়েছে। এটিই প্রকৃতির নিয়ম। ভগবান সর্বদাই নিষ্পাপ ভক্তকে রক্ষা করেন, এবং পাপী তার পাপের ফলে সর্বদাই বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় জীবনের অর্থ হচ্ছে নিষ্পাপ ভক্তিময় জীবন। সাধু হচ্ছেন তিনি, যিনি সর্বতোভাবে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন, *ভজতে মামনন্যভাক্ সাধুরেব স মন্তব্যঃ*—যিনি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত, তিনিই হচ্ছেন সাধু। নন্দ মহারাজ এবং গোপ ও গোপীরা বুঝতে পারেননি যে, শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি একজন সাধারণ নরশিশুর মতো লীলাবিলাস করলেও তাঁর জীবন কোন অবস্থাতেই বিপদগ্রস্ত হতে পারে না। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের গভীর বাৎসল্য স্নেহের ফলে তাঁরা মনে করতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এক অবোধ শিশু এবং ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছেন।

এই জড় জগতে কাম এবং ভোগবাসনার ফলে মানুষ পাপাসক্ত হয় (*কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ*)। তাই ভয় জড়-জাগতিক জীবনের একটি অঙ্গ (*আহারনিদ্রাভয়মৈথুনং চ*)। কিন্তু কেউ যদি কৃষ্ণভাবনাময় হন, তা হলে *শ্রবণম্ কীর্তনম্*, ভক্তির পন্থা এই জড় জগতের কলুষ থেকে তাকে মুক্ত করে। তিনি তখন পবিত্র হন এবং ভগবান তাঁকে সর্ব অবস্থাতেই রক্ষা করেন। *শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ*। ভক্তজীবনে মানুষ এই পন্থার প্রতি বিশ্বাস পরায়ণ হন। এই বিশ্বাস ছয় প্রকার শরণাগতির একটি অঙ্গ। *রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ* (*হরিভক্তিবিলাস* ১১/৬৭৬)। শরণাগতির আর একটি অঙ্গ হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন, সেই বিশ্বাস সহকারে শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করা। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর ভক্তকে রক্ষা করবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, এবং নন্দ মহারাজ এবং অন্যান্য ব্রজবাসীদের সেই সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, যদিও তাঁরা জানতেন না যে, ভগবান স্বয়ং তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ প্রমুখ ভক্তদের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে তাঁদের পিতা পর্যন্ত তাঁদের নির্যাতন করেছেন, কিন্তু ভগবান তাঁদের সমস্ত পরিস্থিতিতে রক্ষা করেছেন। তাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করা। তা হলে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সর্ব অবস্থায় রক্ষা করবেন।

শ্লোক ৩২

কিং নস্তপশ্চীর্ণমধোক্ষজার্চনং
পূর্তেষ্টদত্তমুত ভূতসৌহৃদম্ ।
যৎ সম্পরেতঃ পুনরেব বালকো
দিষ্ট্যা স্ববন্ধূন্ প্রণয়ন্নুপস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

কিম্—কি প্রকার; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **তপঃ**—তপস্যা; **চীর্ণম্**—দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছে; **অধোক্ষজ**—ভগবানের; **অর্চনম্**—পূজা; **পূর্ত**—জনসাধারণের পথ ইত্যাদি তৈরি করেছি; **ইষ্ট**—জনকল্যাণ কার্য; **দত্তম্**—দান; **উত**—অথবা অন্য কিছু; **ভূত-সৌহৃদম্**—জনসাধারণের প্রতি প্রীতিবশত; **যৎ**—যার ফলে; **সম্পরেতঃ**—শিশুটি মৃত্যুমুখে পতিত হলেও; **পুনঃ এব**—(পুণ্যকর্মের ফলে) পুনরায়; **বালকঃ**—শিশু; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যবশত; **স্ব-বন্ধূন্**—তাঁর আত্মীয়স্বজনদের; **প্রণয়ন্**—আনন্দ দান করার জন্য; **উপস্থিতঃ**—এখানে উপস্থিত।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ এবং অন্যরা বললেন—আমরা নিশ্চয়ই পূর্বে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছি, ভগবানের আরাধনা করেছি, পথ তৈরি করে, কূপ খনন করে, দান করে জনহিতকর পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করেছিলাম, যার ফলে এই শিশুটি মৃত্যুমুখে পতিত হলেও তার আত্মীয়দের আনন্দ প্রদান করার জন্য ফিরে এসেছে।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ প্রতিপন্ন করেছেন যে, পুণ্যকর্মের দ্বারা মানুষ সাধু হতে পারে, যার ফলে তিনি স্বয়ং সুখে কালাতিপাত করতে পারেন এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিরা সুরক্ষিত থাকতে পারে। শাস্ত্রে কর্মী এবং জ্ঞানীদের জন্য, বিশেষ করে কর্মীদের জন্য অনেক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে তারা জড়-জাগতিক জীবনেও পুণ্যবান এবং সুখী হতে পারে। বৈদিক সভ্যতায় জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য কার্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন রাস্তাঘাট তৈরি করা, রাস্তার দুপাশে বৃক্ষরোপণ করা যাতে মানুষ গাছের ছায়ায় হাঁটতে পারে, কূপ খনন করা যাতে অনায়াসে জল পাওয়া যেতে পারে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা সংযত করার

জন্য তপস্যা করা প্রয়োজন, এবং সেই সঙ্গে ভগবানের আরাধনা করা অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে পুণ্য অর্জন করা যায়, এবং তার ফলে জড়-জাগতিক জীবনেও সুখী হওয়া যায়।

শ্লোক ৩৩

দৃষ্ট্বাদ্ভুতানি বহুশো নন্দগোপো বৃহদ্বনে ।
বসুদেববচো ভূয়ো মানয়ামাস বিস্মিতঃ ॥ ৩৩ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **অদ্ভুতানি**—অত্যন্ত অদ্ভুত ঘটনা; **বহুশঃ**—বহু; **নন্দ-গোপঃ**—গোপরাজ নন্দ; **বৃহদ্বনে**—বৃহদ্বনে; **বসুদেব-বচঃ**—নন্দ মহারাজ যখন মথুরায় গিয়েছিলেন, তখন বসুদেব তাঁকে যে কথা বলেছিলেন; **ভূয়ঃ**—বার বার; **মানয়াম্ আস**—সত্য বলে নির্ধারণ করেছিলেন; **বিস্মিতঃ**—গভীর বিস্ময়ে।

অনুবাদ

বৃহদ্বনে এই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করে, নন্দ মহারাজ বিস্ময় সহকারে মথুরায় বসুদেব তাঁকে যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা স্মরণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৪

একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভামিনী ।
প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা ॥ ৩৪ ॥

একদা—একসময়; **অর্ভকম্**—শিশুটিকে; **আদায়**—গ্রহণ করে; **স্ব-অঙ্কম্**—তাঁর কোলে; **আরোপ্য**—এবং তাঁকে বসিয়ে; **ভামিনী**—মা যশোদা; **প্রস্নুতম্**—আপনা থেকেই নির্গত স্তনদুগ্ধ; **পায়য়াম্ আস**—শিশুটিকে পান করিয়েছিলেন; **স্তনম্**—তাঁর স্তন; **স্নেহ-পরিপ্লুতা**—স্নেহ বিগলিত হৃদয়ে।

অনুবাদ

একদিন মা যশোদা কৃষ্ণকে তাঁর কোলে নিয়ে পুত্রস্নেহে বিগলিত হৃদয়ে স্বয়ং ক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করাচ্ছিলেন।

শ্লোক ৩৫-৩৬

পীতপ্রায়স্য জননী সুতস্য রুচিরস্মিতম্ ।
মুখং লালয়তী রাজঞ্জৃম্ভতো দদৃশে ইদম্ ॥ ৩৫ ॥
খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ
সূর্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ ।
দ্বীপান্ নগাংস্তদ্দুহিতৃর্বনানি
ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি ॥ ৩৬ ॥

পীত-প্রায়স্য—শিশু-কৃষ্ণ, যাঁকে স্তনদুগ্ধ পান করানো হচ্ছিল এবং যিনি প্রায় তৃপ্ত হয়েছিলেন; **জননী**—মা যশোদা; **সুতস্য**—তাঁর পুত্রের; **রুচির-স্মিতম্**—শিশুটি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়ে হাসছে দেখে; **মুখম্**—মুখ; **লালয়তী**—তাঁকে আদর করে; **রাজন্**—হে রাজন্; **জৃম্ভতঃ**—শিশুটি যখন হাই তুলেছিল; **দদৃশে**—তিনি দেখেছিলেন; **ইদম্**—এই; **খম্**—আকাশ; **রোদসী**—স্বর্গ এবং মর্ত্য; **জ্যোতিঃ-অনীকম্**—জ্যোতিষ্কমণ্ডল; **আশাঃ**—দিকসমূহ; **সূর্য**—সূর্য; **ইন্দু**—চন্দ্র; **বহ্নি**—অগ্নি; **শ্বসন**—বায়ু; **অম্বুধীন্**—সমুদ্র; **চ**—এবং; **দ্বীপান্**—দ্বীপসমূহ; **নগান্**—পর্বতসমূহ; **তৎ-দুহিতৃঃ**—পর্বতের কন্যা (নদী); **বনানি**—অরণ্য; **ভূতানি**—সর্বপ্রকার জীব; **যানি**—যা; **স্থির-জঙ্গমানি**—স্থাবর এবং জঙ্গম।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শিশু-কৃষ্ণের স্তন্যপান যখন প্রায় শেষ হয়েছিল এবং মা যশোদা তাঁর সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে আদর করছিলেন, তখন কৃষ্ণ হাই তুলেছিলেন এবং মা যশোদা তাঁর মুখের মধ্যে আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্য, জ্যোতিষচক্র, দিকসমূহ, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্বত, নদী, বন এবং স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত প্রাণীদের দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

যোগমায়ার আয়োজনে মা যশোদার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা সাধারণ বলে মনে হয়। তাই, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যে তাঁর মধ্যে অবস্থিত, তা তাঁর মাকে দেখাবার একটি সুযোগ কৃষ্ণ এখানে পেয়েছিলেন। একটি ছোট্ট শিশুরূপে কৃষ্ণ তাঁর মাকে কৃপা করে বিরাটরূপ প্রদর্শন করিয়েছিলেন, যাতে তিনি তাঁর কোলের শিশুটি যে কি প্রকার শিশু, তা দর্শন করার আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। নদীগুলিকে

এখানে পর্বতের কন্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে (*নগাংস্তদ্দুহিতৃঃ*)। নদীর প্রবাহের ফলে বিশাল অরণ্য তৈরি হয়। জীব সর্বত্র রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ জঙ্গম এবং অন্য কেউ স্থাবর। কোন স্থানই শূন্য নয়। ভগবানের সৃষ্টির এটিই বৈশিষ্ট্য।

শ্লোক ৩৭

সা বীক্ষ্য বিশ্বং সহসা রাজন্ সঞ্জাতবেপথুঃ ।
সম্মীল্য মৃগশাবাক্ষী নেত্রে আসীৎ সুবিস্মিতা ॥ ৩৭ ॥

সা—মা যশোদা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **সহসা**—হঠাৎ তাঁর পুত্রের মুখের মধ্যে; **রাজন্**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **সঞ্জাত-বেপথুঃ**—যাঁর হৃদয় কম্পিত হয়েছিল; **সম্মীল্য**—নিমীলিত করে; **মৃগশাব-অক্ষী**—মৃগশাবকের মতো নয়ন সমন্বিতা; **নেত্রে**—তাঁর দুই চক্ষু; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **সুবিস্মিতা**—বিস্ময়ান্বিতা।

অনুবাদ

মা যশোদা যখন তাঁর শিশুপুত্রের মুখের মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁর হৃদয় কম্পিত হয়েছিল এবং অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিতা হয়ে তিনি তাঁর চঞ্চল নয়ন মুদ্রিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

শুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমের ফলে মা যশোদা মনে করেছিলেন যে, নানা প্রকার চাতুরী প্রদর্শনকারী তাঁর অদ্ভুত শিশুটি নিশ্চয়ই রোগগ্রস্ত। শিশুটি যে সমস্ত অদ্ভুত কার্যকলাপ প্রদর্শন করেছিলেন, সেগুলি মা যশোদা বরদাস্ত করেননি; পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর চক্ষু মুদ্রিত করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, হয়ত কোন বিপদ ঘটতে চলেছে এবং তাই তাঁর চোখ দুটি মৃগশাবকের চোখের মতো চঞ্চল হয়েছিল। এগুলি সবই ছিল যোগমায়ার আয়োজন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মা যশোদার সম্পর্ক ছিল শুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমের সম্পর্ক। সেই প্রেমের ফলে মা যশোদার কাছে ভগবানের ঐশ্বর্য বাঞ্ছনীয় হয়নি।

এই অধ্যায়ের শুরুতে কখনও কখনও দুটি অতিরিক্ত শ্লোক দেখা যায়—

এবং বহূনি কর্মাণি গোপানাং শং সযোষিতাম্ ।
নন্দস্য গেহে ববৃধে কুর্বন্ বিষ্ণুজনার্দনঃ ॥

"এইভাবে অসুরদের দণ্ড দেওয়ার জন্য এবং তাদের সংহার করার জন্য শিশু-কৃষ্ণ নন্দ মহারাজের গৃহে বহু লীলা প্রদর্শন করেছিলেন, এবং ব্রজবাসীরা তার আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন।"

এবং স ববৃধে বিষ্ণুর্নন্দগেহে জনার্দনঃ ।
কুর্বন্ননিশমানন্দং গোপালানাং সযোষিতাম্ ॥

"গোপ এবং গোপীদের আনন্দ বর্ধনের জন্য জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা এবং মাতা, নন্দ-যশোদার দ্বারা এইভাবে প্রতিপালিত হয়েছিলেন।"

শ্রীপাদ বিজয়ধ্বজ তীর্থও এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের পর একটি শ্লোক সংযোজিত করেছেন—

বিস্তরেণেহ কারুণ্যাৎ সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।
বক্তুমর্হসি ধর্মজ্ঞ দয়ালুস্ত্বমিতি প্রভো ॥

"মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন শুকদেব গোস্বামীর কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক কথা কীর্তন করতে থাকেন, যাতে তিনি চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'তৃণাবর্তাসুর বধ' নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।